

লুই পাস্তুর

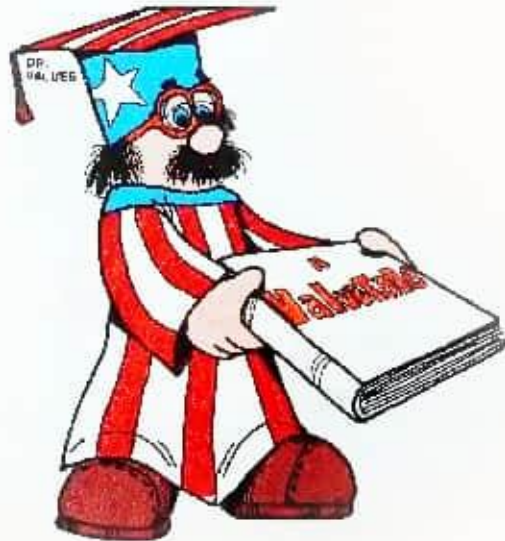


আত্মবিশ্বাসের গুরুত্ব

লেখক: স্পেন্সার জনসন

চিত্রণ: স্টিভ পিলেগি

অনুবাদ: সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



লুই পাস্তুর

আত্মবিশ্বাসের গুরুত্ব

লেখক: স্পেন্সার জনসন

চিত্রণ: স্টিভ পিলেগি

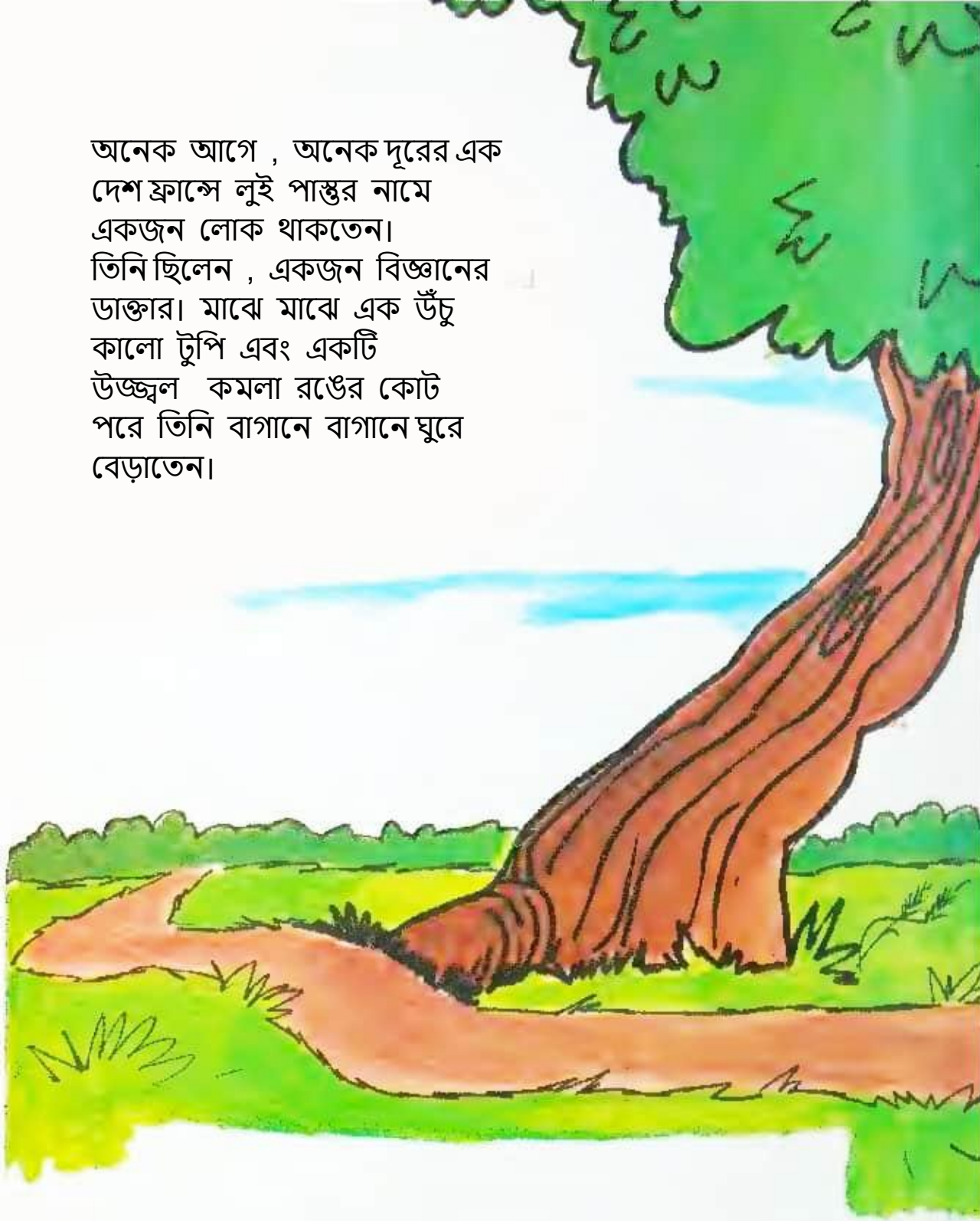
অনুবাদ: সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



অনেক আগে , অনেক দূরের এক
দেশ ফ্রান্সে লুই পাস্তুর নামে
একজন লোক থাকতেন।
তিনি ছিলেন , একজন বিজ্ঞানের
ডাক্তার। মাঝে মাঝে এক উঁচু
কালো টুপি এবং একটি
উজ্জ্বল কমলা রঙের কোট
পরে তিনি বাগানে বাগানে ঘুরে
বেড়াতেন।

" আমার বিশ্বাস আমি ঠিক পারব, আমার বিশ্বাস আমি
ঠিক পারব," হাঁটতে হাঁটতে তিনি নিজেই মনে মনে
বলতেন।

কি মনে হয়, লুই পাস্তুর কী করতে পারবেন বলে
বিশ্বাস করতেন?



সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল—এতই গুরুত্বপূর্ণ,
যে পার্কে যে অন্যান্য লোকেরা রয়েছে, লুই পাস্তুরের
সে খেয়ালই থাকত না।

মনে মনে বিড়বিড় করতেন, “আমায় ঐ অদৃশ্য
শত্রুকে খুঁজে বের করতেই হবে।”

“আমাকে জলাতন্ত্রের জীবাণু খুঁজে বের করতে হবে
যা মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকে আর তাদের
অসুস্থ করে তোলে - এত অসুস্থ, যে তারা মারা
যায়।”



“একবার আমি সেই অদৃশ্য শত্রু খুঁজে পেলে,
আমি তাকে মারার উপায়ও খুঁজে বের করব।
তাহলে অসুস্থ মানুষ আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।”
লুই পাস্তুর একটি বেঞ্চে বসে সেই অদৃশ্য শত্রুর
কথা ভাবছিলেন।

“আমি জানি, আমি এটা করতে পারব,” পার্কের
বেঞ্চে বসে বসে তিনি বলছিলেন।



"কি বোকা লোক!" তাঁকে দেখে কতগুলো বাচ্চা বলতে লাগল।

"যদি কোন শত্রু অদৃশ্য হয়, তার মানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। যদি কেউ দেখতে না পায়, তাহলে কেউ তাকে খুঁজেও পাবে না।" লুই পাস্তুর ঐ বাচ্চাদের কথা না শোনার ভান করে নিজের মনেই বলতে লাগলেন।

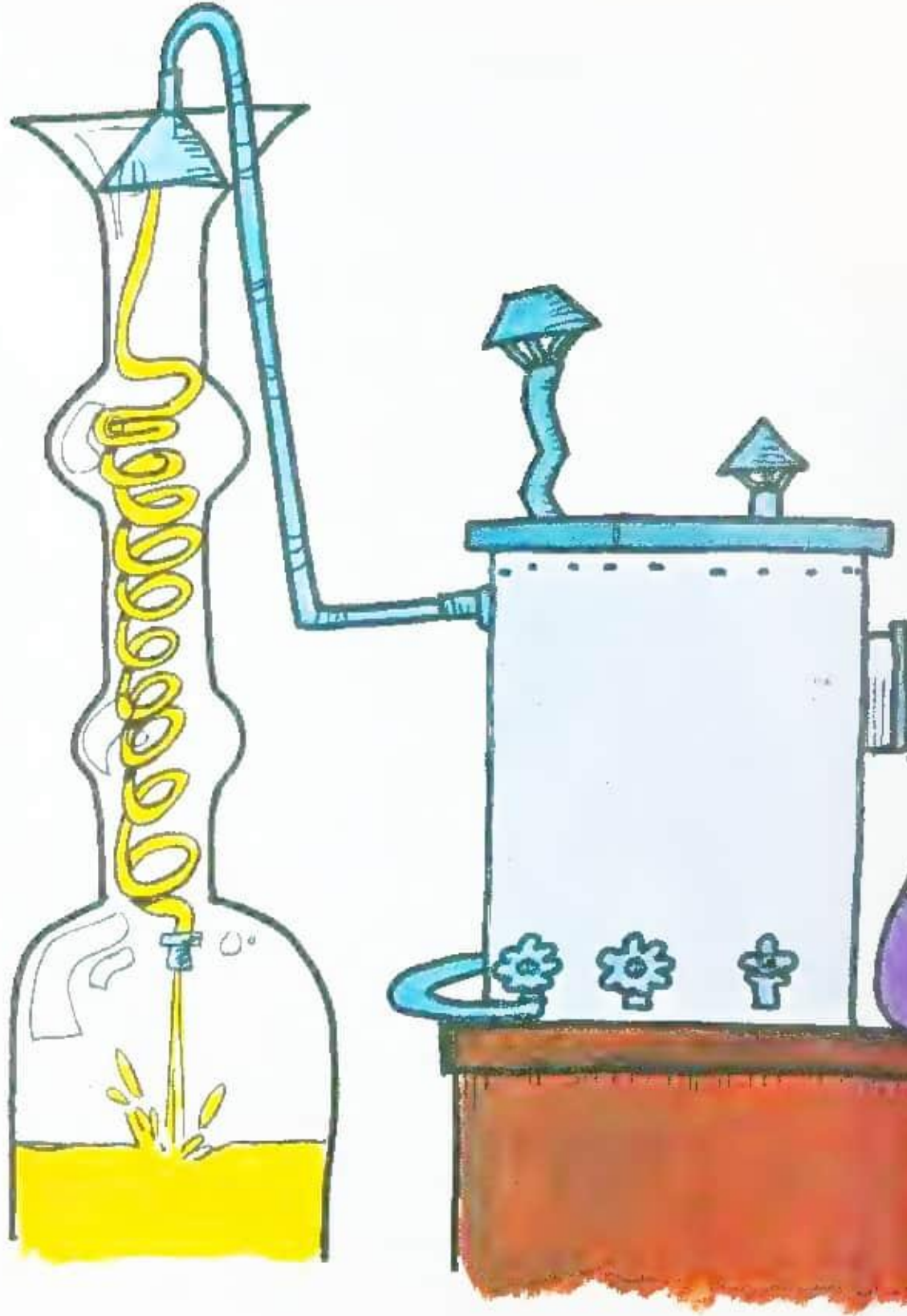
তিনি দ্রুত প্যারিসের উলম স্ট্রিটে তাঁর গবেষণাগারে ফিরছিলেন, যেখানে তিনি কাজ করতেন।



কয়েকটি বাচ্চা তার পিছু নিল। কিছু বয়স্ক লোকেও তার পিছু নিল। তারা সবাই জানতে উৎসুক ছিল যে লোকটা করে টা কী! তারা ল্যাবরেটরির জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

"তুমি কখনোই পারবে না!" তারা জানলায় চিৎকার করতে লাগল। তারা আরোও বলতে লাগল "কেউ কখনো এমন শত্রু খুঁজে পায়, যা অদৃশ্য?"





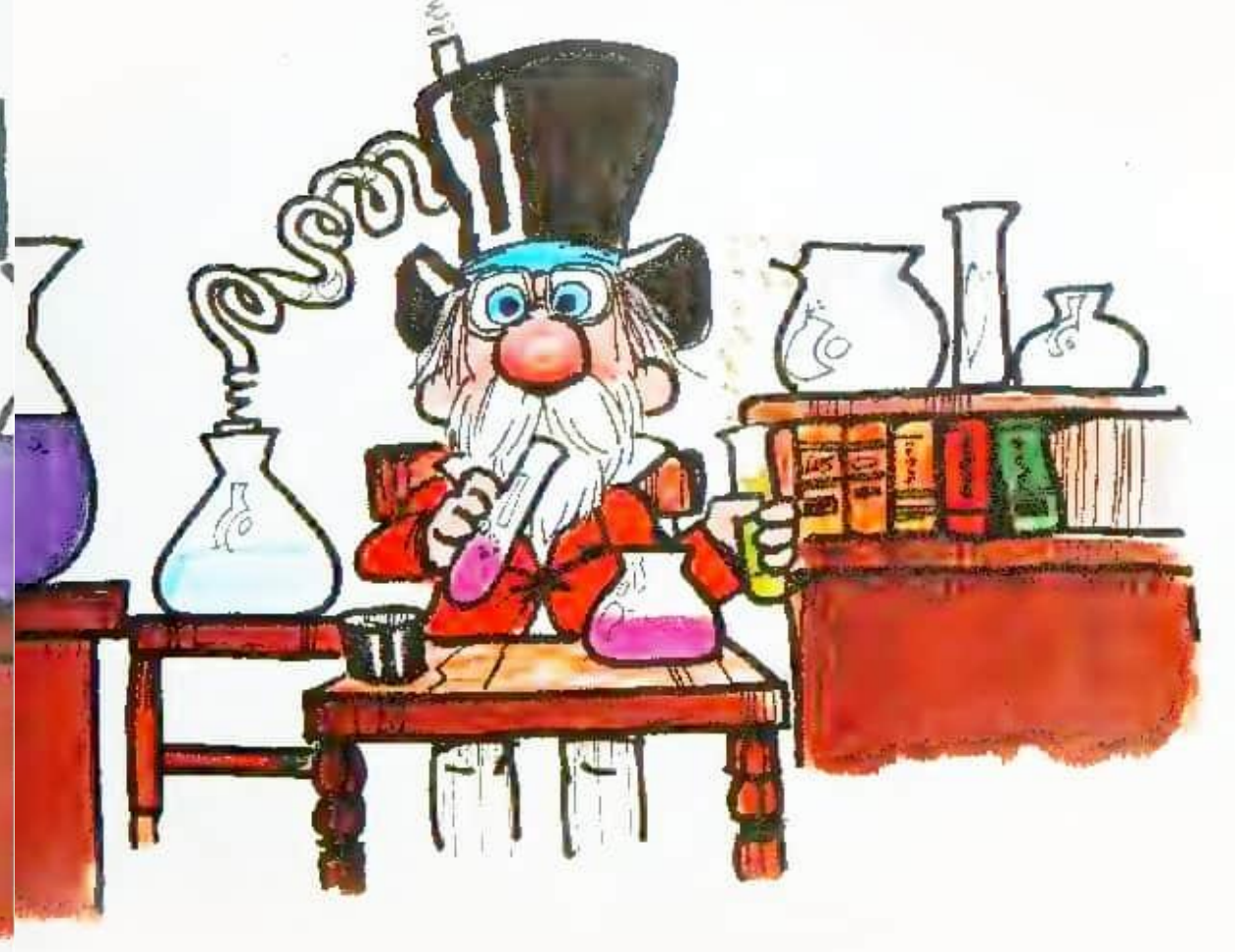
তাকে দেখে বাচ্চারা কি বলছে তা নিয়ে লুই পাস্তুর মোটেও চিন্তিত ছিলেন না। আর বড়রা কী ভাবল বা বলল, তাতে এমনিও তাঁর কিছু যেত আসত না।

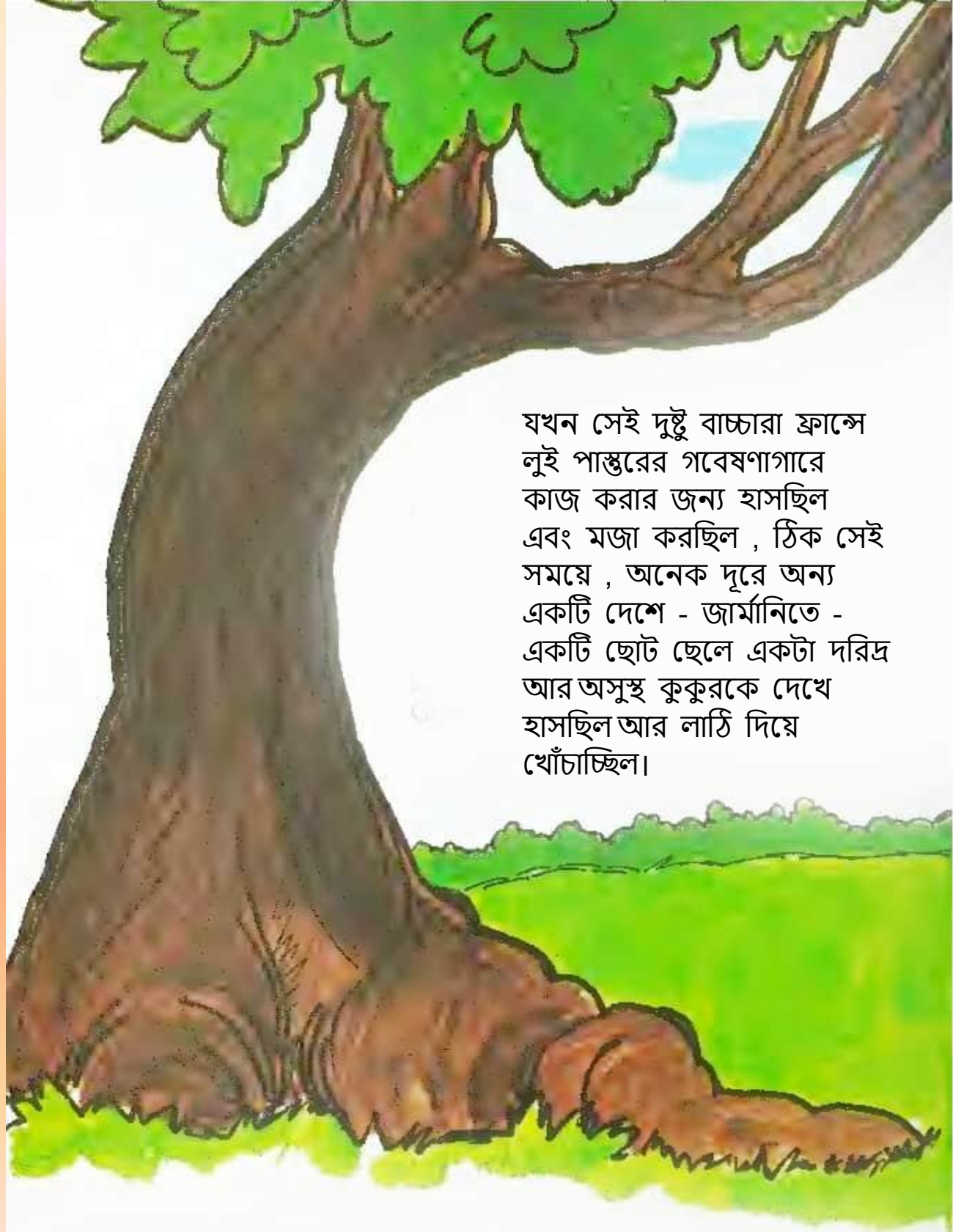
নিজের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

"আমি জানি আমি ঠিক," তিনি বিড়বিড় করে বললেন। "আমি নিশ্চিত আমি পারব।"

আর তাই, যেহেতু তাঁর নিজের উপর বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি একভাবে গবেষণার কাজ করে যেতে পারছিলেন। তাঁর যা সঠিক মনে হত তই তিনি করতেন।

তাঁর কাজ কঠিন ছিল, কিন্তু লুই পাস্তুর সে কাজ কোরে খুশী ছিলেন। তিনি জানতেন যে যদি তিনি সেই অদৃশ্য শত্রু - জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু খুঁজে পেতে পারেন তবে তিনি অনেক অসুস্থ মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করতে পারবেন।





যখন সেই দুট্ট বাচ্চারা ফ্রান্সে
লুই পাস্তুরের গবেষণাগারে
কাজ করার জন্য হাসছিল
এবং মজা করছিল , ঠিক সেই
সময়ে , অনেক দূরে অন্য
একটি দেশে - জার্মানিতে -
একটি ছোট ছেলে একটা দরিদ্র
আর অসুস্থ কুকুরকে দেখে
হাসছিল আর লাঠি দিয়ে
খোঁচাচ্ছিল।

ছেলেটির নাম ছিল জোই। সে কিন্তু কোনো বাজে ছেলে ছিল না।
যেমনটা বাচ্চারা মাঝে মাঝে করে, তেমনই সে এমনই মজা করছিল।
যেমনটা বাচ্চারা করে আনন্দ পায়, কাউকে জ্বালাতন করে মজা পাওয়া,
তেমনই সে কোনো কিছু না ভেবেই এমনটা করে মজা পাচ্ছিল।

তখনই জোই লক্ষ্য করল যে কুকুরটি খুব রেগে আছে।
তার মুখের চারপাশে সাদা ফেনা জমে আছে - ঠিক ফেটানো ক্রিমের
মতো।

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করার চেষ্টা করছিল , যেন বলতে চাইছিল ,
" থামো! থামো!" কিন্তু পারছিল না।

কিছু একটা ব্যাপার ছিল।
তোমরা জানো কি সেটা কি?



তোমরা যদি মাইক্রোস্কোপ বা কোনো ঐরকমের
শক্তিশালী যন্ত্র দিয়ে কুকুরটির ভেতরে দেখ তাহলে
জানো কী দেখতে পাবে?
ঠিক! দেখতে পাবে সেই অদৃশ্য শত্রু -
জলাতন্ত্রের জীবাণু - যা কুকুরটিকে একেবারে
কাহিল করে ফেলেছিল।



কুকুরটি এতটাই অসুস্থ এবং রেগে গেছিল যে সে
তার সামনে যা পাচ্ছিল তাই কামড়ানোর চেষ্টা
করেছিল—এমনকি পাথর কিন্বা গাছকেও।
যদি সে পারত, তাহলে লাঠি দিয়ে যে ছেলেটি
তাকে খোঁচাচ্ছিল, তাকেও কামড় দিত।





জোই সেখান থেকে যাবার সময় একটা খুব বড় ভুল করে
ফেলল।

বলতে পার সেটা কী ছিল ?

হ্যাঁ , ঠিক—গেট। বেড়ার গেটটা খোলা রেখেই সে চলে
গেল।

সেই পাগলা আর অসুস্থ কুকুরটা এবার অনায়াসেই বেরিয়ে
আসতে পারত।

সে জোইর পিছনে তাড়া করে তাকে কামড় দিতে
পারত।



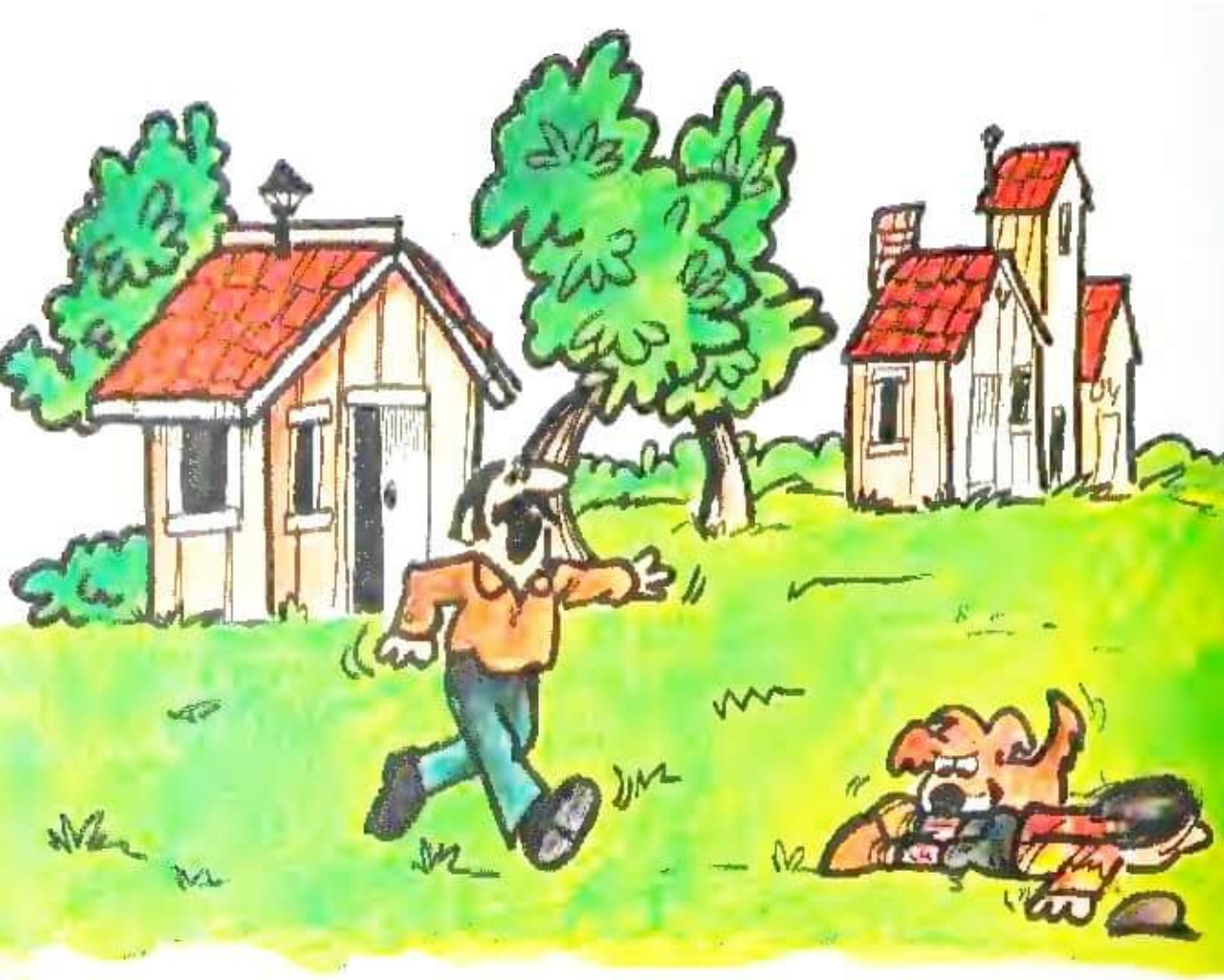
আর ঠিক সেটাই ঘটল।

“উফ উফ!” সেই পাগলা আর অসুস্থ কুকুরটি
যখন জোইর হাত-পা কামড়ে ধরেছিল, তখন
সে চিৎকার করে উঠল।

আর তারপরই একটা ঘটনা ঘটল! কুকুরের
ভেতরে লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য শত্রু—র‍্যাবিস
জীবাণু—কুকুরের ফেনাভরা মুখ দিয়ে ছোট
ছেলেটির শরীরে প্রবেশ করল।

" বাঁচাও! বাঁচাও!" জোই চিৎকার
করে উঠল।

" বাবা! এস শিগগিরি!"



জোইর বাবা তার গলার স্বর শুনতে পেয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন কী হয়েছে দেখার জন্য। যখন তিনি দেখলেন, কুকুরটি তাদের ছোট ছেলেকে কামড়াচ্ছে, তখন তিনি খুব ভয় পেয়ে গেলেন। হ্যাঁ, তিনি ছিলেন একজন বিশাল, শক্তিশালী মানুষ। তবুও তিনি ভয় পেলেন। মাঝে মাঝে বড় মানুষরাও ভয় পায়।

কিন্তু জোইর বাবা সাহসী ছিলেন।
তিনি কুকুরটির দিকে দৌড়ে তেড়ে গেলেন।
"পালা! যা এখান থেকে! যা, চলে যা!" তিনি কুকুরটিকে উদ্দেশ্য করে চীৎকার করে বলতে লাগলেন।
হাত নাড়িয়ে, পা দিয়ে জোড়ে জোড়ে মাটিতে আওয়াজ করতে লাগলেন।
কুকুরটি পালিয়ে গেল।





জোইর বাবা কুকুরটিকে তাড়া করে গেট পর্যন্ত নিয়ে
গেলেন।
কুকুরটি বেড়ার ভেতরে পৌঁছানোর পর, জোইর বাবা
সাবধানে গেটটি বন্ধ করে দিলেন।
কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছিল।

ছোট ছেলেটি মাটিতে শুয়ে কাঁদছিল এবং তার
পা থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছিল।
তাকে চৌদবার কামড়েছিল কুকুরটা।
"আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে আমার ছেলেটা মনে হয়
খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে,"
জোইর বাবা মনে মনে ভাবলেন।

জোইর বাবা তাকে তুলে নিলেন। "তুমি কি ওই কুকুরটাকে জ্বালাতন করেছিলে?" তিনি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, বাবা, আমি সত্যি ঠিক কাজ করিনি," জোই আশ্তে করে বলল।

সে খুব আহত ছিল এবং খুব ক্লান্ত বোধ করছিল।

"দাঁড়াও, আমি তোমাকে কোলে করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি," তার বাবা দুঃখের সাথে বললেন।

তাকে খুবই চিন্তিত লাগছিল, কারণ তিনি জানতেন যে তার ছেলের সাথে ভয়ানক কিছু ঘটেছে।



এখন সেই ছোট্ট ছেলেটির শরীরের ভেতরে এক অদৃশ্য শত্রু, অর্থাৎ... জ্বালাতনের জীবাণু, প্রবেশ কোরে গেছিল। তাই খুব শিগগিরিই সে শুধু ক্লান্ত আর আহত নয়, গুরুতর অসুস্থও হয়ে পড়ল।

জোইকে যারা চিনত তারা সবাই ভীষণ চিন্তায় পড়লেন।

সবাই জানত যে যদি কাউকে অসুস্থ আর পাগল কুকুর কামড়ায়, ত্র মৃত্যু অবধারিত।





অসুস্থ কুকুরটিও কিছুক্ষণ পরেই মারা গেল।

জোইর বাড়িতে সবাই এই ঘটনার পর একেবারে চুপ হয়ে গেছিল।

তার বাবা-মা বুঝতেই পারছিলেন না কিভাবে জোইকে আবার ভাল করে তুলবেন। তাদের কাছে শুধু অপেক্ষা ব্রা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।



তারপর , একদিন, একটা খবর এলো।
জোইর মা প্রথমে এটা দেখে আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন।
“দারুণ ব্যাপার! দারুণ ব্যাপার!” তিনি আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন। তার ছোট্ট ছেলেটা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি কীভাবে কোন কিছুকে দারুণ বলতে পারেন?
তোমাদের কী মনে হয়—খবরের কাগজে তিনি কী পড়েছিলেন?

" একজন বিজ্ঞানী জোইদের মতো জলাতক্ষে আক্রান্ত মানুষকে বাঁচানোর এক উপায় আবিষ্কার করেছেন!" তিনি বললেন।

"জোইর মতো যাদের শরীরে এক অদৃশ্য শত্রু ঢুকে পড়েছে, তিনি বলছেন যে তিনি সেই শত্রুকে খুঁজে পেয়েছেন এবং তাকে মারবার উপায় খুঁজে পেয়েছেন!"

তোমরা জানো সেই বিজ্ঞানী কে ছিলেন ?

ঠিক! তিনি ছিলেন লুই পাস্তুর—সেই মানুষ যিনি নিজের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন।

তিনি জানতেন যে তিনি ঠিক পথেই এগুচ্ছিলেন। তিনি যে কাজ করতে চেয়েছিলেন, তাতে সফল হয়েছিলেন।

" শোনো , আমাদের একটা ঘোড়ার গাড়ি লাগবে ," জোইর মা বললেন।
" ডক্টর লুই পাস্তুরের সাথে দেখা করার জন্য আমাদের জোইকে প্যারিসে নিয়ে যেতে হবে । হয়তো তিনি জোইর জীবন বাঁচাতে পারবেন।"



একটি সুন্দর ঘোড়ার গাড়ি এবং একজন শক্তিশালী , দক্ষ কোচম্যান ভাড়া করলেন ।

ছয়টি দ্রুতগামী সাদা ঘোড়া গাড়িটাতে লাগানো ছিল।

জোইর বাবা-মা তাকে গরম আর নরম কস্বলে জড়িয়ে গাড়িতে তুলে দিলেন।

" যদি আজ ওই কুকুরটা না মরত," জোয়ি দুঃখ কোরে বলছিল।

" অথবা, আমি যদি ওই কুকুরটাকে লাঠি দিয়ে না খোঁচাতাম, আজ আমায় এই কষ্ট পেতে হত না।"

" তাড়াতাড়ি!" কোচম্যান বললে। সে চিৎকার করে বললে, "আমাদের কাছে একটা মুহূর্তও নেই নষ্ট করার মত!"





"তাড়াতাড়ি চলো!" জোইর মা বললেন।

প্যারিসের দীর্ঘ রাস্তা দিয়ে ঘোড়াগুলো দ্রুতগতিতে ছুটে চলছিল।

"তাড়াতাড়ি!" জোইর বাবা অনুনয় করলেন।

রাস্তার পাশের গাছগুলোও ফিসফিস করে বললো -

"তাড়াতাড়ি চলো! তাড়াতাড়ি চলো! তাড়াতাড়ি চলো!"



যখন তাঁরা লুই পাস্তুরের কাছে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা একেবারেই পরিশ্রান্ত। আর এতটা রাস্তার পার করে আসার ফলে তাদের জামাকাপড় হাত-মুখ ধুলোয় ধুলোময়।

কিন্তু অবশেষে সেখানে পৌঁছাতে পেরে তাঁরা খুবই আনন্দিত ছিলেন।

তাঁরা দরজায় কড়া নাড়লেন, আর লুই পাস্তুর দরজা খুলে তাঁদের স্বাগত জানালেন।



" ডক্টর পাস্তুর , " মা সাহস করে হেসে বললেন ,
 " আমরা আপনার কাছে অনেক দূর থেকে এসেছি।
 আমাদের ছোট ছেলেটিকে একটি পাগলা কুকুর
 কামড়েছে , এবং সে খুব অসুস্থ।
 আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন ?"



" হয়তো , " লুই পাস্তুর বললেন। "আমি সেই অদৃশ্য শত্রু
 আবিষ্কার করেছি , অর্থাৎ " আমি

" আমি একটি টিকা আবিষ্কার করেছি , " লুই পাস্তুর ব্যাখ্যা করলেন।

" আমার টিকায় এমন জাদুকরী সৈন্য আছে যারা অন্ধকারেও দেখতে পারে। যখন তারা জোইর শরীরের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য শত্রুকে দেখবে , তখন আমার এই অসম্ভব শক্তিশালী জাদুকরী সৈন্যরা সেই শত্রুকে মেরে ফেলবে। "



জোই বিছানায় শুয়ে ছিল। লুই পাস্তুরের এই কথা শুনে সে একটু উঠে বসল।

" ডক্টর পাস্তুর , " সে বলল , " তুমি কি বলতে চাও তোমার জাদুকরী সৈন্যরা আমার শরীরের ভেতরে ঢুকবে ? "

" হ্যাঁ , " লুই পাস্তুর বলল।

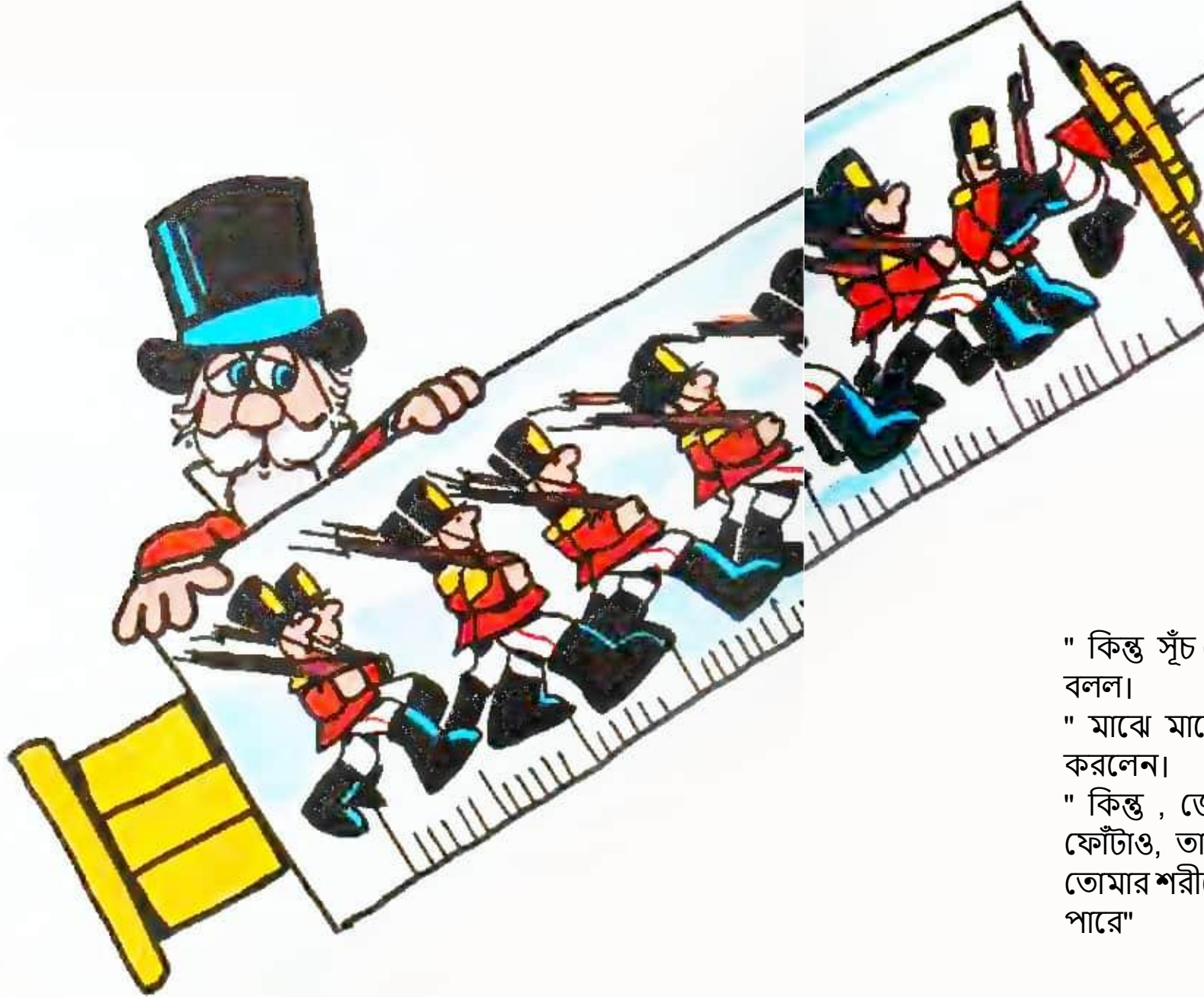
জোই অবাক হয়ে তাকাল।

" কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছাবে কিভাবে ? "



"খুব সহজেই," লুই পাস্তুর বললেন।

"আমার জাদুকরী সৈন্যরা লম্বা সূঁচের মাধ্যমে ছোট ছেলেদের দেহে পৌঁছাতে পারে। তারা সবাই একসাথে অগ্রসর হয় - একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মতো।"



"কিন্তু সূঁচ ফোঁটালে যে বড় ব্যাথা লাগে!" জোয়ি বলল।

"মাঝে মাঝে লাগে," ডঃ পাস্তুর স্বীকার করলেন।

"কিন্তু, জোই, তুমি যদি সাহস করে সূঁচ ফোঁটাও, তাহলে আমার জাদুকরী সৈন্যরা তোমার শরীরের ভিতরে মিছিল করে এগোতে পারে"

" আমি খুব সাহসী, আমায় ফোঁটাও," জোয়ি প্রতিশ্রুতি দিল।
" তাহলে তুমিই হবে সেই প্রথমজন যে আমার জলাতঙ্কের টিকা নেবে,"
লুই পাস্তুর বললেন।



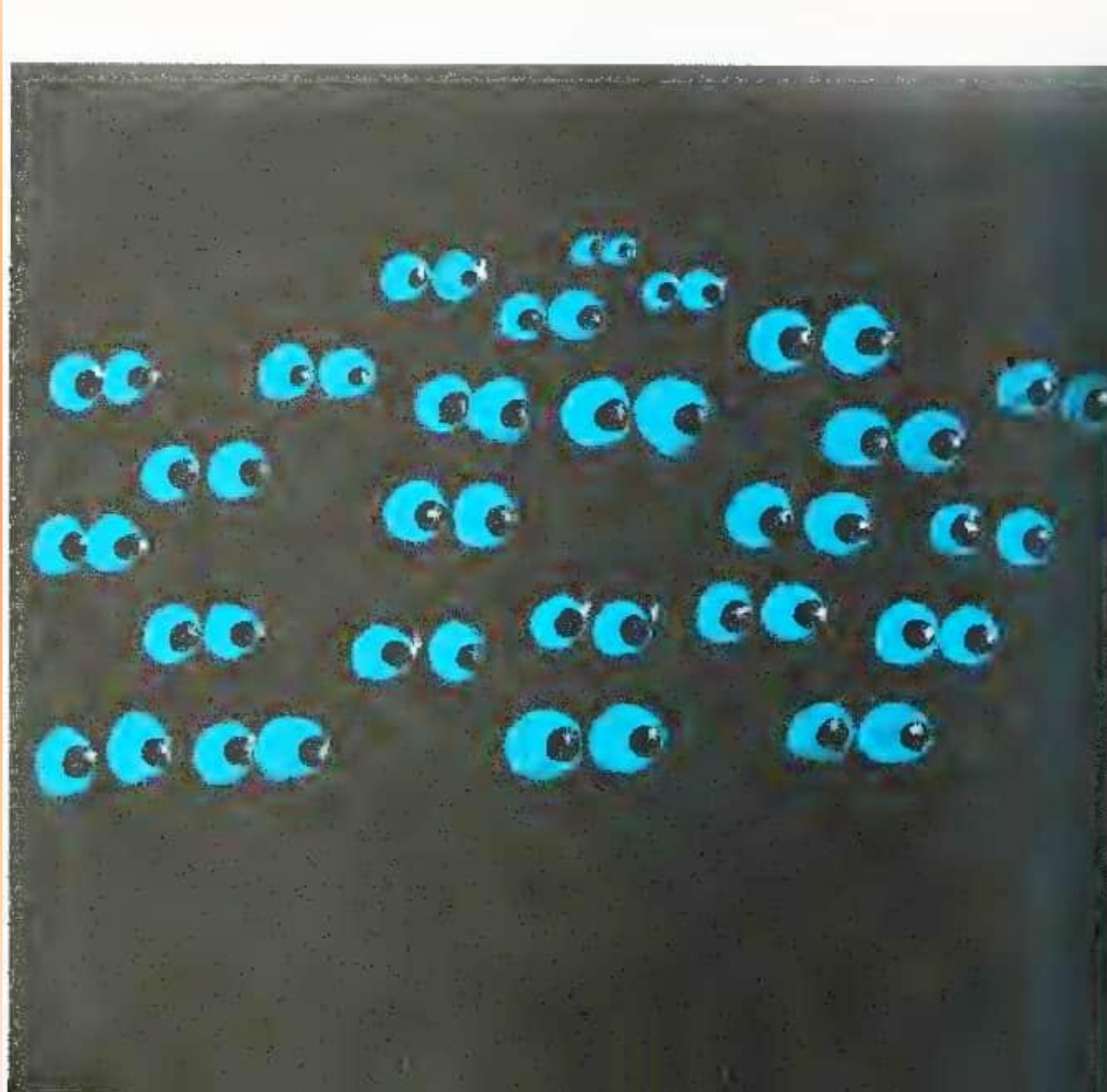
এই কথা শুনে জোইর বাবা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।
" প্রথম জন?" তিনি ভাবলেন। "এতে কি কোনও ঝুঁকি আছে ? তুমি
কি নিশ্চিত যে তোমার টিকা ছোট বাচ্চার উপর কাজ করবে ?"
" আমি নিশ্চিত এটা কাজ করবে ," লুই পাস্তুর বললেন ,
এবং তিনি জোইকে ইনজেকশন দিলেন।
জাদুকরী সৈন্যরা ছোট ছেলেটির শরীরের গভীরে প্রবেশ করল।



যখন তারা জোইর শরীরের ভেতরে পৌঁছালো ,সেখানে ঘন অন্ধকার।
জাদুকরী সৈন্যরা তাদের জাদুকরী চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো।
অবশেষে, তারা শত্রুকে দেখতে পেলো - জলাতঙ্কের জীবাণু ,
যা এতদিন অদৃশ্য ছিল।

প্রথমে তারা মাত্র বারোটি জীবাণু দেখতে পেল।
কিন্তু তারা জানত যে জোইর শরীরে আসলে লক্ষ লক্ষ জীবাণু লুকিয়ে আছে।

" তোমরা কখনোই আমাদের পরাজিত করতে পারবে না!" সেই
ভয়ঙ্কর জীবাণুগুলো বলল।
" আমরা অবশ্যই তোমাদের পরাজিত করব !" জাদুকরী সৈন্যরা
চিৎকার করে উঠল।



যুদ্ধ শুরু হলো।

জাদুকরী সৈন্যরা অদৃশ্য শত্রুদের আক্রমণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করল।

জোইর জন্য, এটা খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না।

তোমার শরীরের ভেতরে যদি এমন একটি সেনাবাহিনী থাকতো, আর তুমি লড়াই করত, তাহলে কি তুমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত?

কিন্তু জলাতঙ্ক টিকার জাদুকরী সৈন্যরা যখন একে একে শত্রুদের হত্যা করে ফেলতে লাগল, জোই ধীরে ধীরে ভালো বোধ করতে শুরু করল।



যখন শেষ শত্রুটি পরাজিত হল, জোই তখন সম্পূর্ণ সুস্থ
বোধ করেছিল - এতটাই সুস্থ যে সে বিছানা থেকে
লাফিয়ে উঠেছিল। তার মা , বাবা এবং অবশ্যই
ডঃ লুই পাস্তুরের সাথে সে খুশিতে নাচতে শুরু করল।
ড. পাস্তুরও অন্য সবার মতোই খুশি ছিলেন।

" হুররাহ! হুররাহ!" আনন্দে সবাই একসাথে চিৎকার করে
উঠল।



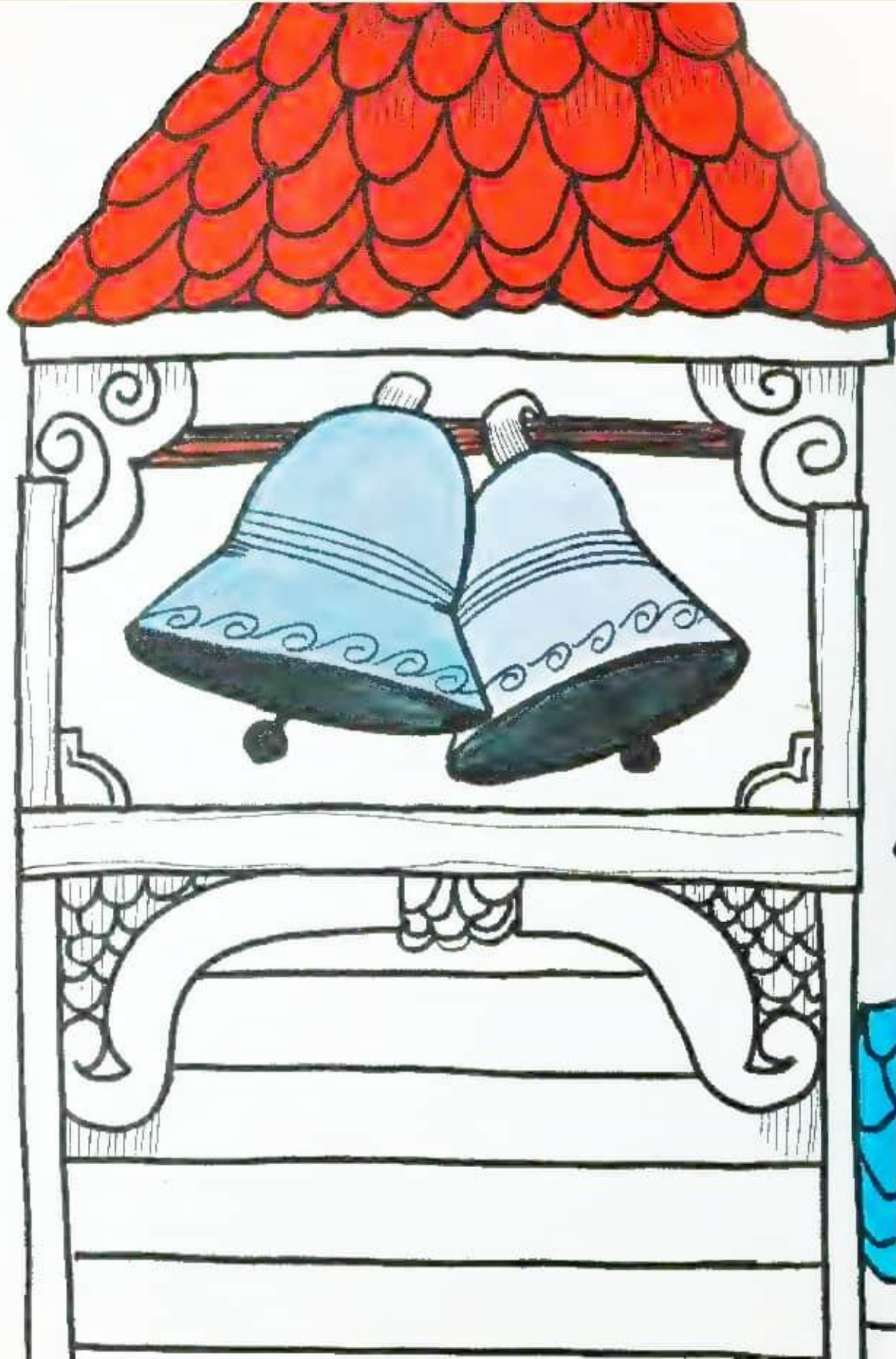
সুস্থ হয়ে উঠে জোই লুই পাস্তুরকে ধন্যবাদ জানাল এবং তার বাবা-
মায়ের সাথে জার্মানিতে তার গ্রামে ফিরে গেল।

জোইর গ্রামে, রাস্তায় মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল, জোইকে
দেখবে বলে।

তারা হেসে হেসে জোইর জন্য হাত নাড়াচ্ছিল।

সবাই খুশি ছিল যে জোই বেঁচে আছে।

আকাশের হলুদ সূর্যটাও যেন জোইকে দেখে খুশিতে জ্বলজ্বল করছিল।



সবার বাড়ির ছাদের উপরে, গ্রামের ঘণ্টাধ্বনিতে
আনন্দসঙ্গীত বেজে উঠল।
মনে হচ্ছিল তারা গাইছে - "নিরাপদ! নিরাপদ! সবাই এখন
নিরাপদ!
আর কাউকে জলাতক্ষে মারা যেতে হবে না!"

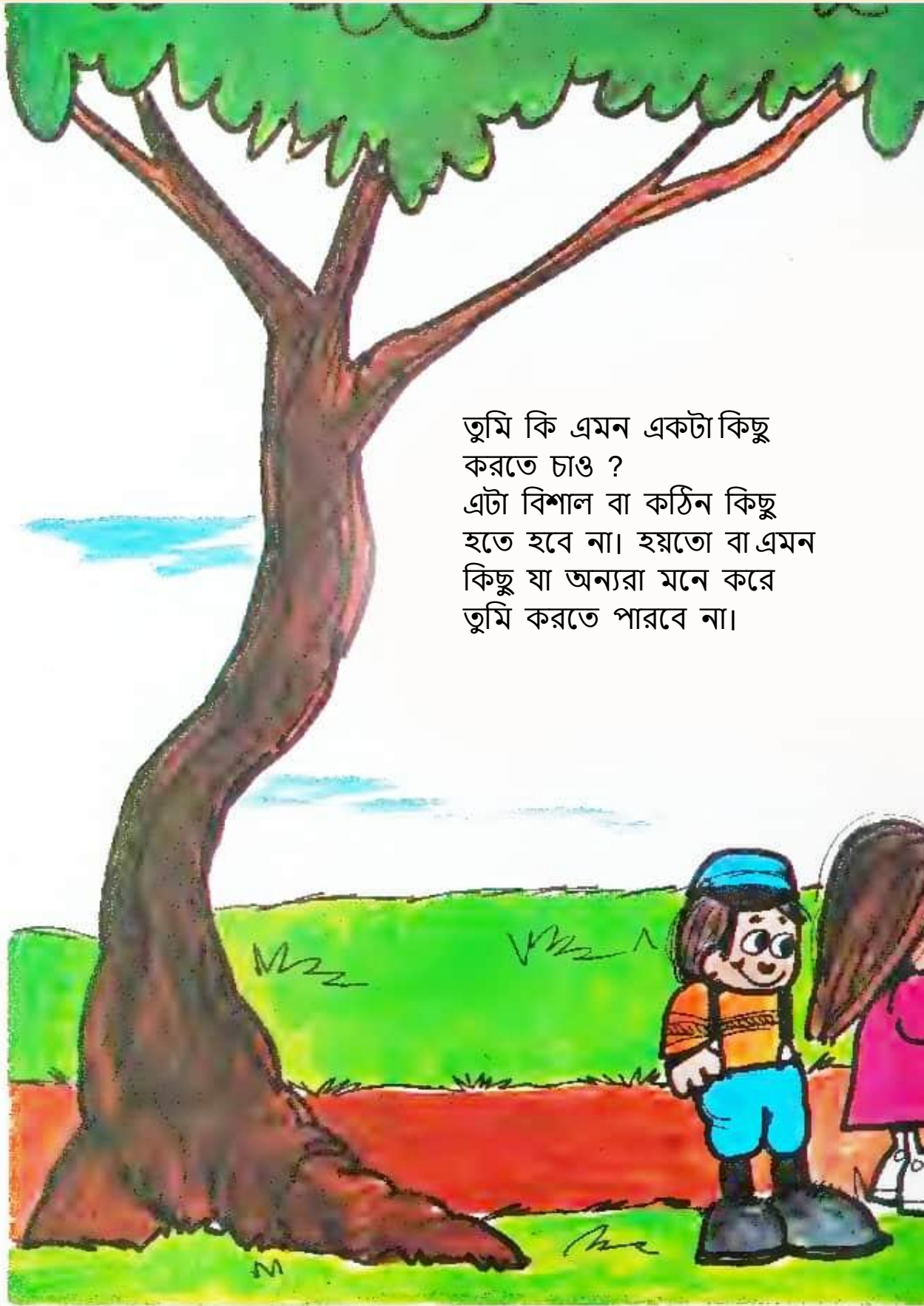
আর এই সবকিছু সম্ভব হয়েছিল লুই পাস্তুরের কারণে -
যিনি জানতেন যে তিনি সঠিক পথে চলেছেন, এবং যিনি
তাঁর লক্ষ্যে স্থির ছিলেন।



সব্বাই খুশি ছিল - বিশেষ করে লুই পাস্তুর। তিনি
জানতেন যে নিজের উপর বিশ্বাস রাখলে, কতটা ভাল
লাগে, তিনি জানতেন নিজের উপর বিশ্বাস রাখলে ঠিক
সাফল্য আসে।

তোমরা কি কখনো অনুভব করেছ সেই সুখ?
যা নিজের উপর বিশ্বাস রেখে কোনো কাজ করলে পাওয়া যায়?





তুমি কি এমন একটা কিছু
করতে চাও ?
এটা বিশাল বা কঠিন কিছু
হতে হবে না। হয়তো বা এমন
কিছু যা অন্যরা মনে করে
তুমি করতে পারবে না।

তাহলে কি তুমি হাল ছেড়ে দেবে—শুধুমাত্র অন্যরা তাই ভাবছে বলে ?
নাকি তুমি নিজের উপর বিশ্বাস রাখবে?



আর যদি আত্মবিশ্বাস থেকে তুমি এত ভালো বোধ
করো, তাহলে তুমি কি তোমার বন্ধুদেরও নিজেদের
উপর বিশ্বাস রাখতে অনুপ্রাণিত করতে পারো না?

তাহলে ভাব তো, অন্যদের ধারণা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা
করা কি ভালো? নাকি, তাদের বলা ভালো-
"হ্যাঁ, তুমি সত্যিই এটা করতে পারো!"

এখন, জলাতঙ্ক রোগের প্রতিকার খুঁজে পাওয়ার
তো আর দোরকার নেই! এটা ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত
হয়েছে।

কিন্তু এমন আরো কতও কি করার আছে জীবনে।



এই গল্প থেকে আমরা শিখতে পারি যে নিজের উপর বিশ্বাস রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষা তোমরা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারো।

তাহলে তোমরাও জীবনে আরও সুখী হবে -
ঠিক আমাদের প্রিয় বন্ধু লুই পাস্তুরের মতো।



লুই পাস্তুর ১৮২২ সালে ফরাসি প্রদেশের জুরার দোল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। একজন রসায়নবিদ হিসেবে—এবং পরে একজন ব্যাকটেরিওলজিস্ট হিসেবে—পাস্তুর তার সময়ের অন্য যেকোনো সহকর্মীর চেয়ে অনেক বেশি কিছু করেছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান অনস্বিকার্য।

তবে, যেহেতু তিনি চিকিৎসক ছিলেন না, তাই ১৮০০ সালের অনেক চিকিৎসক তাঁর তত্ত্বগুলিকে উপহাস করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের উপহাসের পরোয়া করেননি, কারণ তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুর সত্যিই অস্তিত্ব আছে। এবং এগুলো রোগের কারণ হতে পারে।

তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। এবং অবশেষে রেশম পোকার রোগ, অ্যানথ্রাক্স এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিকার আবিষ্কার করেন।

পাস্তুর দুধ নষ্ট হওয়া রোধ করার জন্য একটি প্রক্রিয়াও আবিষ্কার করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল ত্রিশ মিনিটের জন্য ১৪০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় দুধ গরম করা, তারপর দ্রুত ঠান্ডা করা এবং সিল করে, জীবাণুমুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করা।

দুধ জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য আজও এই প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়, এবং এই পদ্ধতিকে **পাস্তুরাইজেশন** বলা হয়।



পাস্তুর স্ট্রাসবার্গের মেরি লরেন্টকে বিয়ে করেছিলেন, যাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। মেরি সর্বদা তাকে তার গবেষণাগারের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করতেন, যাতে তিনি তার কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন এবং চমৎকার সব জিনিস আবিষ্কার করতে পারেন।

যখন ছোট জোসেফ মিস্টারকে একটি পাগলা কুকুর চৌদ্দ বার কামড় দিয়েছিল যখন তাকে লুই পাস্তুরের কাছে আনা হয়েছিল, তখন বিজ্ঞানী তার অপ্রমাণিত জলাতঙ্কের টিকা দিতে দ্বিধা করেছিলেন। দুইজন ডাক্তার যখন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে টিকা ছাড়াই ছেলেটির মৃত্যু নিশ্চিত এবং পাস্তুরের টিকা এর প্রতিকার করতে পারে, তখন তিনি ছোট ছেলেটির উপর টিকা প্রয়োগ করেন।

টিকা দিয়ে তিনি জোসেফ মিস্টারের জীবন বাঁচিয়েছিলেন। মিস্টার পরে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের দারোয়ান হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ অবধি লুই পাস্তুরের প্রতি অনুগত ছিলেন।

যদিও পাস্তুরের নিজের উপর গভীর আস্থা ছিল, তবুও তিনি সারা জীবন একজন নম্র এবং শান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৯৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সরলভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর শেষ বছরগুলিতে তিনি প্রায়শই তাঁর প্রতি লোকেদের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা দেখে তিনি অভিভূত ছিলেন ও সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাতেন।

একবার তিনি লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যখন তিনি সেখানে পৌঁছালেন, একজন ভৃত্য তাঁকে সভাকক্ষের একদম সামনে স্টেজের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। পাস্তুর এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সকল সদস্য তাদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জোরে হাততালি দিতে শুরু করলেন। পাস্তুর কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, “হয়তো ওয়েলস প্রিন্স আসছেন। কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা যদি আরও একটু আগে পৌঁছাতাম তাহলে আমরা তাঁকে আরও ভালোভাবে দেখতে পারতাম।”

তখন সভাপতি তাঁর হাত ধরে বললেন, “না, না, এটা আপনার জন্য। এই সব মানুষ আপনাকেই সম্মান জানাচ্ছেন, শুধু আপনার জন্যই হাততালি দিচ্ছে।”

